চিঠি পাঠান **সঞ্চয়**
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭২
নাম ও ঠিকানার সঙ্গে ই-মেল অ্যাড্রেস লিখবেন।
sanchay@sangbadpratidin.in

সংবাদ প্রতিদিন ৬ সোমবার ১১ নভেম্বর ২০২৪

সঞ্চয়

সতর্কীকরণ

লগ্নির যাবতীয় সিদ্ধান্ত একমাত্র বিনিয়োগকারীর নিজের, দায়িত্বও তাঁর। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর এতে কোনও ভূমিকা নেই। লগ্নি-জনিত ফলাফল বিনিয়োগকারীর সিদ্ধান্তের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, তাই বাজারের ঝুঁকির ব্যাপারে সব জেনে নিয়েই পদক্ষেপ করবেন।

ছোটদের সঞ্চয়

শুরু হয়েছে আমাদের নতুন ফিচার। প্রতি সপ্তাহে একজন অতিথি কলমনিস্ট কোনও একটি বিশেষ ইস্যু নিয়ে লিখবেন। এবারের প্রসঙ্গ শিশুদের জন্য উপযোগী বিমা প্ল্যান

ছোট হয়েও নও তুমি ছোট...

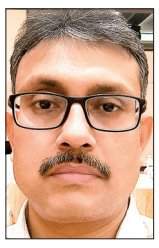

বাজারে তো বিমা পলিসির অভাব নেই। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে কোনটা আপনার শিশুসন্তানের জন্য সঠিক বাছাই হবে? বৃথা তাড়াহুড়ো করে, অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত নেবেন না। বরং পরামর্শ গ্রহণ করুন বিশেষজ্ঞের। গাইড করছেন **শঙ্খদীপ দাস**

বিনিয়োগ হোক বা সঞ্চয়, আমানতকারীর প্রাথমিক চাহিদা থাকে—কত টাকা দিয়ে কত টাকা পাব। স্বল্পমেয়াদি হোক বা দীর্ঘমেয়াদি। কখনও নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য বা কখনও পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতের জন্য।

ভারতবর্ষে বিনিয়োগের একটা বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে সরকারি সংস্থার সঞ্চয় প্রকল্পগুলি। আর এই পরিস্থিতির কথা ভেবে ভারতীয় জীবন বীমা নিগম (এলআইসি) এক দীর্ঘমেয়াদি নিশ্চিতভাবে ফেরতযোগ্য (পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট অর্থ) প্রকল্প বাজারে নিয়ে এসেছে। প্রকল্পটির নাম **অমৃতবাল** (প্ল্যান নং -৭৭৪)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যও ভীষণভাবে সুনির্দিষ্ট। পরবর্তী প্রজন্মের উচ্চশিক্ষা, বিবাহ বা ব্যবসায়িক মূলধন সুনিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে প্রকল্পটির আর্থিক মূল্যায়ন করা যাক। (এই লেখার প্রথম শর্ত বিচার করে)।

এখানে নিশ্চিত ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ হল প্রকল্পের বিমারাশি এবং তার উপর বার্ষিক ৮ শতাংশ মূল্য এবং সেটা প্রকল্পের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে প্রিমিয়াম দেওয়ার সময় কোনওভাবেই বিচার্য নয়। এই অর্থ শর্তসাপেক্ষে সম্পূর্ণ করমুক্ত।

বর্তমান সঞ্চয় প্রকল্পগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই বার্ষিক ৮ শতাংশ অর্থ বেশ আকর্ষণীয়।

প্রকল্পটিতে একসঙ্গে প্রিমিয়াম দিয়ে দেওয়া সম্ভব এবং সেখানে প্রদেয় প্রিমিয়ামের মূল্যও অনেক কম। আবার ৫,৬,৭ বছর নির্দিষ্ট মেয়াদেও প্রিমিয়াম দেওয়া যায়। যার যে রকম সুবিধা।

প্রকল্পটি বাচ্চার একমাস বয়সের পর থেকে ১৩ বছর বয়েস পর্যন্ত নেওয়া যাবে এবং বাচ্চার ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত লম্বা সময়ের একটি নির্দিষ্ট বছরে নেওয়া যাবে।

এই ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রচুর স্বাধীনতা আমানতকারী উপভোগ করতে পারেন। পূর্বনির্ধারিত অর্থ একসঙ্গে ফেরত নিতে পারেন অথবা ৫, ১০, ১৫ যে কোনও একটি ক্ষেত্রে বাৎসরিক আয় হিসাবেও নেওয়া যাবে। এই ক্ষেত্রে মোট প্রদেয় অর্থের পরিমাণও অনেক বেশী পাওয়া যায়। এই ধরনের ফেরতযোগ্য বিকল্প পদ্ধতি বাচ্চার ভবিষৎ এর অনেক রকমের প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করে।

বাচ্চার জীবনবিমা নিয়ে আমাদের খুব একটা উৎকণ্ঠা থাকার কথা নয় (যদিও এই প্রকল্পে সেই ব্যবস্থা আছে)। তবে আমাদের উদ্বেগের প্রধান এবং প্রাথমিক কারণ বাচ্চার বাবা বা মায়ের জীবন বিমা, যিনি এই প্রকল্পে অর্থ দেবেন। সামান্য কিছু প্রিমিয়াম দিয়ে (প্রিমিয়াম ওয়েভার বেনিফিট রাইডার) বাচ্চার ভবিষ্যতের আর্থিক সুরক্ষাকে নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রিমিয়াম প্রদানের মেয়াদ পর্যন্ত বাবা বা মায়ের (যিনি প্রিমিয়াম দেবেন) আকস্মিক মৃত্যুজনিত চরম ক্ষতি যদি হয় (যা বিমার আসল উদ্দেশ্য) তাহলে আর প্রিমিয়াম দিতে হবে না, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত অর্থ বাচ্চার ভবিষৎ সুরক্ষিত করবে।

প্রকল্পটিতে আরও কিছু সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যেমন উচ্চ বিমারাশির প্রিমিয়ামে বিশেষ আর্থিক ছাড় যেখানে মোট প্রদেয় প্রিমিয়াম কম হয়ে যাবে।

হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হলে প্রকল্পটি থেকে অগ্রিম টাকা (লোন) নেওয়া যাবে।

এই বহুমুখী সুবিধাসম্পন্ন প্রকল্পটি সঞ্চয়ের বাজারে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তা প্রমাণিত। আমানতকারীর সুবিধার্থে নিচে একটি বিষয়বস্তুর সারণী দেওয়া হয়েছে।

- **বাচ্চার বয়স - ০ বছর**
- **বাবা/মা এর বয়স - ৩০ বছর**
- **বিমারাশি- ১০ লক্ষ টাকা**
- **ম্যাচুরিটি- ১৮ বছর (বাচ্চার বয়স)**
- **বার্ষিক প্রিমিয়াম - ২,১৩,১৪৬ টাকা (জিএসটি ছাড়া)**
- **অর্থ - ২,৪৪,০০০,০ টাকা।**

এই অর্থ যদি ৫ বছর ধরে নেওয়া হয় (বাচ্চার ১৮ বছর থেকে ২২ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর) তাহলে বার্ষিক ৫,৩৫,১৮৫ টাকা করে পাওয়া যাবে।

যদি এই প্রিমিয়াম একসঙ্গে একবারে দেওয়া হয় তাহলে মোট প্রদেয় প্রিমিয়াম এর পরিমান ৮,৫২,৪০০ টাকা।

এলআইসি-এর এই 'অমৃতবাল' প্রকল্পটি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক এবং সময়পযোগী।

লেখক বিমা উপদেষ্টা

এলআইসি অমৃতবাল পলিসি

Insurance = LIC Amritbaal Policy

বাচ্চার সুরক্ষা এবং সেই সংক্রান্ত সেভিংস—এই দুই মিলিয়ে বিশেষ এক বিমা প্রকল্প নিয়ে এই প্রতিবেদন। গ্যারান্টিড অ্যাডিশন হাতে পাওয়া যাবে। ছোটদের শিক্ষাখাতে খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পিত উপায় মেনে সঞ্চয় করতে পারবেন বাবা-মা। সিঙ্গল অথবা অন্য প্রিমিয়ামের সুবিধাও পাবেন তাঁরা। মূল পয়েন্টগুলি দেখে নিন :

* নন-লিঙ্কড প্ল্যান : পার্টিসিপেটিং পলিসি নয়।
* উচ্চ শিক্ষা অথবা অন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে নেওয়া যাবে।
* ডেথ ও সারভাইভাল বেনিফিট সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে জেনে নিতে হবে।
* কোনও বোনাস দেওয়া হবে না।
* প্রতিশ্রুত হারে গ্যারান্টিড অ্যাডিশন : ৮০ টাকা প্রতি হাজার টাকার সাম অ্যাসুয়র্ডের জন্য
* ম্যাচুরিটির জন্য ১৮ থেকে ২৫, যে কোন বয়স বেছে নিতে পারবেন গ্রাহক — এখানে বাচ্চার প্রয়োজনের কথা ভেবে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে।
* প্রিমিয়াম ওয়েভার সংক্রান্ত সুবিধাও পাওয়া যাবে — তবে তার জন্য আলাদা প্রিমিয়াম দিতে হবে।

বিমা সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী (সঙ্গের চার্টের দিকে দেখুন), বাচ্চার বয়স যদি এক মাসও হয়, তাহলেও এই বিশেষ প্ল্যানটি তার বাবা-মা চালু করতে পারবেন।

* ন্যূনতম এন্ট্রি এজ = ৩০ দিন
* সর্বোচ্চ এন্ট্রি এজ = ১৩ বছর (সর্বশেষ জন্মদিন)
* ম্যাচুরিটির জন্য ন্যূনতম বয়স =১৮ বছর
* ম্যাচুরিটির জন্য সর্বোচ্চ বয়স = ২৫ বছর
* ন্যূনতম পলিসি টার্ম :

(ক) যদি লিমিটেড পেমেন্ট হয়, ১০ বছর
(খ) যদি সিঙ্গল প্রিমিয়াম হয়, ৫ বছর

তবে কোনও অবস্থাতেই সর্বাধিক পলিসি টার্ম পঁচিশ বছরের বেশি হবে না। আর সব থেকে কম সাম অ্যাসুয়র্ড হবে দুই লক্ষ টাকা, এ কথাও সংস্থার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে বেসিক সাম অ্যাসুয়র্ডর নিয়মগুলি যেন গ্রাহকরা আলাদাভাবে জেনে নেন। সঙ্গের চার্ট দেখুন।

Basic Sum Assured Range	Sum Assured Multiple
From Rs. 2,00,000 to Rs. 24,00,000	25,000
Above Rs. 24,00,000	Rs 50,000

চার্ট : ডেথ বেনিফিট

প্রিমিয়াম পেমেন্ট	অপশন	সাম অ্যাসুয়র্ড
লিমিটেড প্রিমিয়াম পেমেন্ট	প্রথম অপশন	অ্যানুয়ালাইজড প্রিমিয়ামের সাত গুণ অথবা বেসিক সাম অ্যাসুয়র্ড, যেটি বেশি হবে
লিমিটেড প্রিমিয়াম পেমেন্ট	দ্বিতীয় অপশন	অ্যানুয়ালাইজড প্রিমিয়ামের দশ গুণ অথবা বেসিক সাম অ্যাসুয়র্ড, যেটি বেশি হবে
সিঙ্গল প্রিমিয়াম পেমেন্ট	তৃতীয় অপশন	সিঙ্গল প্রিমিয়ামের ১.২৫ অথবা সাম অ্যাসুয়র্ড, যেটি বেশি হবে
সিঙ্গল প্রিমিয়াম পেমেন্ট	চতুর্থ অপশন	সিঙ্গল প্রিমিয়ামের দশ গুণ

আমরা লিটল চ্যাম্পস

বয়স অল্প। কিন্তু তাতে কী? আজকের অঙ্কুরই তো আগামীর মহীরুহ, নয় কি? তাই দেরি না করে, ছোট্ট এই বয়সেই ভিত গড়ুন আপনার শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। কীভাবে, কোন পথে এগোবেন, জানিয়ে দিলেন **নীলাঞ্জন দে**

বাচ্চাদের জন্য বিনিয়োগ করবেন কীভাবে? **'সঞ্চয়'** এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পৌঁছেছে বিভিন্ন পেশাদারের দরজায়। নানা রকম আলোচনার ভিত্তিতেই আমাদের আজকের এই সংকলন। থিম ভিত্তিক ইস্যুতে আছে :

(১) চিলড্রেন্স এডুকেশন প্ল্যানিং
(২) বাচ্চাদের জন্য বিশেষ চিলড্রেন্স ফান্ড
(৩) ইনভেস্টমেন্ট ক্যালকুলেটর

সকলেই চান ছোটদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে। আজকালকার নিয়মে হায়ার এডুকেশনের খরচা অনেক, তাই শিক্ষাখাতে লগ্নি সংক্রান্ত পরিকল্পনা যথাযথ হওয়া উচিত। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজকের এই লেখার প্রধান লক্ষ্য বাবা-মা বাড়ির বড়দের কাছে পৌঁছানো, যাতে প্ল্যানমাফিক সব করা সম্ভব হয়। প্রথমেই বলি দু'টি বিশেষ কথা, যা ছাড়া ভাল প্ল্যান কার্যত অসম্ভব।

- **বিমা** - নির্দিষ্টভাবে বাচ্চাদের বিষয়টি মাথায় রেখে নানা ইনসিওরেন্স সংস্থার প্রকল্প খতিয়ে দেখার প্রয়োজন।
- **মিউচুয়াল ফান্ড** - দীর্ঘমেয়াদী ক্যাপিটাল গ্রোথ এনে বাচ্চাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত খরচ সামলে নেওয়ার প্রসঙ্গটি বুঝতে হবে।

বাবা-মা যখন দুজনেই রোজগেরে হন, তখন ব্যাপারটি সহজ হয়ে যায়। যখন একজন অকালে, আচম্বিতে চলে যান—বহুবার দেখেছি সংসারের রোজগেরে মানুষটির অভাবে আর্থিক দুরবস্থা এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই একের উপার্জনের সংসারে টার্ম পলিসি খুব কাজে লাগতে পারে। একটু বড় করে ভাবা উচিত, কারণ 'অ্যাক্টিভ ইনকাম আর্নার' মারা গেলে তাঁর আয়ের স্রোত বন্ধ হওয়ায় রোজগারে ভাঁটা পড়ে। আমার মতে সব বাবা-মা'কেই এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। আমি তো মনে করি, টার্ম প্ল্যানের বিকল্প পাওয়া দুষ্কর। প্রতিটি সংসারেই একটা ভাল টার্ম কভারেজ যেন থাকে, তাতে 'রিস্ক ম্যানেজমেন্ট' যথাযথভাবে হতে পারবে।

এর পরের বিষয়টি ক্যাপিটাল গ্রোথের সঙ্গে সম্পর্কিত। বোঝাই যাচ্ছে আজকের দুনিয়ায় টাকাপয়সার যথাযথ অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রয়োজন, কারণ ইনফ্লেশন-সহ অন্যান্য রিস্ক প্রচুর রয়েছে। তাই পরিকল্পিত পদ্ধতির ব্যবহার দরকার। বাচ্চার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওর জন্য সিপ করুন কয়েকটি ফান্ডে। এখানে আমি বলব না, ঠিক কতগুলি ফান্ড থাকলে তহবিল বাড়তে পারে, অথবা বলব না, মাসে কত টাকার সিপ করা দরকার হবে। তার বদলে অবশ্যই বলব ইক্যুইটির ভূমিকা সম্বন্ধে।

দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করার পক্ষে সহায়ক এই বিশেষ অ্যাসেট ক্লাসটি। সিপ করার বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না। বাচ্চার অল্প বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাবা-মা যদি সিস্টেম্যাটিক পন্থায় লগ্নি করেন, দশ-পনেরো-বিশ বছরের জন্য, তাহলে তার ফলাফল নিশ্চয়ই ইতিবাচক হবে, ধরে নিতে পারি। মুদ্রাস্ফীতির অভিঘাত নিয়ে আগেই বলেছি, সেটি আর অন্তরায় হিসাবে পথ আগলে দাঁড়াবে না দীর্ঘমেয়াদী সিপের ক্ষেত্রে।

এই প্রসঙ্গে ক্যালকুলেটরের ব্যবহার নিয়ে সংক্ষেপে জানাচ্ছি। লগ্নির গোড়াতেই এর ব্যবহারে বাবা-মা জেনে নিতে পারেন কয়েকটি দরকারি তথ্য। শিক্ষার জন্য তো বড় মাপের খরচাপাতি হতেই পারে, আজ যে কোর্স করতে বা কোয়ালিফিকেশন বাড়াতে দশ লক্ষ টাকা লাগে, আগামী দশ-পনেরো বছর বাদে তার বাবদ কত টাকা দরকার হবে, তার বিষয়ে নিশ্চয় একটা ধারণা করতে পারেন। বিদেশে (বা দেশেরই বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে) পড়ার জন্য তো বিরাট খরচ হতেই পারে, তাও ভুলে যাবেন না।

সবশেষে, কয়েকটি বিশেষ পরামর্শ দিতে চাই আপনাদের বাড়ির ছোটদের স্বার্থে।

- স্কুল বা প্রাইমারি শিক্ষার জন্য যে ভাবে প্ল্যান করেন, সেই আগ্রহ বা উৎসাহ নিয়েই বাচ্চার জন্য ইনভেস্টমেন্টের বিষয়টি দেখবেন।
- গোড়াতেই সিপ শুরু করুন, প্রয়োজন বুঝে সেগুলির পরিমাণ বাড়ান। টপ আপ করার আগে নিয়ম জেনে নিন উপদেষ্টার কাছে।
- যখন বিমার কথা ভাববেন টার্ম ছাড়াও অন্য বিশেষ প্রকল্প সম্বন্ধে জেনে নিন। উচ্চ শিক্ষার জন্য ধাপে ধাপে আপনার খরচ করতে হতে পারে। সাধারণত দেখি, তা ১৮ বছর বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায়। তাই হাতে যথেষ্ট টাকা যাতে এসে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাচ্চাকে প্রথম থেকে লগ্নিমনস্ক করুন, মার্কেটে থাকতে গেলে রিস্ক নিতেই হবে, এই শিক্ষা দিন। রিটার্ন চাই, কিন্তু রিস্ক নেব না, এমন মানসিকতা লগ্নির বিপক্ষে কাজ করে।
- বাচ্চা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তাকে টাকাপয়সা সংক্রান্ত দায়িত্ব নিতে হবে। অবশ্য একদিনেই তা হবে না, পর্যায়ক্রমে শিখে নেওয়া উচিত। আজকাল নানা রকম কোর্স করা যায় (যেখানে লগ্নি সম্বন্ধে জানানো হয়), সেগুলির প্রতি তার নজর আকর্ষণ করুন। ফল বৃথা হবে না, এমন আশা করাই যেতে পারে।

লেখক লগ্নি পরামর্শদাতা
nildey@yahoo.com

বাছাই করা চিলড্রেন্স ফান্ড

কচি কচি দু'টি হাত তুলবে যে সুর

চিলড্রেন্স ফান্ড কেবল নামেই। তা বলে এদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না কোনওমতেই। কিন্তু কেন কিনবেন এমন ফান্ড? আর কেনার সময় কী কী জিনিস মাথায় রাখবেন? সব জরুরি প্রশ্নের উত্তর সাজিয়ে দিল টিম সঞ্চয়

জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে পিছিয়ে থাকলেও চিলড্রেন'স ফান্ড বড় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলে মনে করা হয়। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু সহজেই বোধগম্য — কীভাবে এই শ্রেণীর ফান্ড ব্যবহার করে প্ল্যান করতে পারবেন বাচ্চাদের আর্থিক জীবন? কেনই বা কিনবেন এমন ফান্ড বাড়ির বড়রা? প্রাথমিকভাবে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলা উচিত যে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও 'গোলস' খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই 'সলিউশন' হিসাবে ভাল বিনিয়োগের সন্ধান করেন বাবা-মা'রা। এঁদের জন্য চিলড্রেন্স ফান্ড একটি যথাযথ সুরাহা। গোড়ার কয়েকটি কথা শুধু জেনে নিতে হবে।

- পাঁচ বছরের লক-ইন থাকে, বাচ্চার ১৮ বছর হয়ে গেলে লক-ইন সংক্রান্ত নিয়ম অন্য রকম।
- ইকুইটি এবং ডেটের মিশ্রণে হাইব্রিড পোর্টফোলিও এই ক্ষেত্রে উপযোগী হিসাবে গণ্য।
- আয়করের সেকশন ৮০সি'র কথা জেনে নিতে হবে। নির্দিষ্টভাবে এক্সেম্পশন সম্বন্ধেও জেনে রাখা উচিত হবে।

একটু বিশদে জানতে দুটি উদাহরণ ব্যবহার করছি আমরা, সম্পূর্ণ বিনা পক্ষপাতে। এগুলির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই নিজের উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

- **ICICI Prudential Child Care Plan - Gift Plan**

●পাঁচ বছরের লক-ইন থাকবে অথবা বাচ্চার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া অবধি, যেটি আগে হবে ("Whichever is Earlier" নিয়ম)
●হাইব্রিড গোত্রের পোর্টফোলিও
●ইক্যুইটির অংশে মূল লগ্নিগুলি আছে ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, অটোমোবাইল, মেটালস, ক্যাপিটাল গুডস এবং টেলিকম সেক্টরে
●ডেটের অংশে প্রধানত আছে গভর্নমেন্ট সিকুইরিটিজ (৮১%) এবং AA- ও A1+ জাতীয় পেপারে।
●নেট অ্যাসেট ভ্যালু : ৩০৮.৪২ টাকা (৩১ শে অক্টোবর)
●মোট অ্যাসেট : ১,৩৯৪ কোটি টাকা
●এক্সিট লোড : শূন্য

সংস্থার মতে সহজেই সিপ করতে পারবেন বাচ্চার তরফে বাবা-মা। একটি ছোট হিসাব উল্লেখ করা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে।

●পদ্ধতি : সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট (সিপ)
● মাসিক লগ্নি : ৫,০০০ টাকা।
●তিন বছরের রিটার্ন : ১৯.২৬%
● তিন বছরে বেঞ্চমার্ক সূচক কত দিয়েছে : ১১.৮৯%
●সূচক : Nifty 50 Hybid Composite Debt 65:35 Index
● যদি মাসে ৫০০০ টাকার সিপ করা হত, তাহলে :

—**তিন বছরে পাওয়া যেত : ২,৫০,১৮৩ টাকা**
—**পাঁচ বছরে পাওয়া যেত : ৫,০০,৩৪৮ টাকা**

- **SBI Children's Benefit Fund Investment Plan**

SBI Children's Benefit Fund-Investment Plan

● অন্তত পাঁচ বছরের জন্য লক-ইন, অথবা বাচ্চার আঠেরো বছর হয়ে ওঠা, সেটি অ্যাসেট হবে (এখানেও "Whichever is Earlier" নিয়ম খাটবে)
● এই প্রকল্পে প্রধানত ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ হয়। সংস্থা জানাচ্ছে অন্য বিকল্পে ডেটের ভাগ বেশি থাকে। তবে এখানে মিলিয়ে মিশিয়ে ভাল স্টকেই মূল লগ্নির অংশ রাখা থাকে।
● নেট অ্যাসেট ভ্যালু : ৪০.৪১ টাকা (৩১ শে অক্টোবর)
● মোট অ্যাসেট : ২,৮৫৯ কোটি টাকা
● সূচক : Crisil Hyfrid 35+65 Aggresive Index
● (অ্যাডিশানাল বেঞ্চমার্ক হিসাবে BSE Sensex)
● ন্যূনতম লগ্নি : ৫,০০০ টাকা (এককালীন) (যদি সিপ করেন, তাহলে অন্ততপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে শুরু)
●বিশ্বের মাত্রা : ভেরি হাই
●পোর্টফোলিওতে আছে ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস, কনজিউমার গুডস, কনজিউমার সার্ভিসেস এবং টেক্সটাইলস।
● রিটার্ন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান :

যদি ১০,০০০ টাকা এককালীন লগ্নি হত, তাহলে —

	এক বছর (Rs.)	তিন বছর (Rs.)
ফান্ড	14,667	19,724
ফান্ডের মূল সূচক	12,869	14,671
সেনসেক্স	12966	14,813

যখন হব বাবার মতো বড়...

ছোট ছোট কয়েকটি নিয়ম। যা মেনে চললেই বড়বেলার কঠিন জগতের আর্থিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়তে সক্ষম হবে এখনকার খুদেরা। বাড়ি থেকেই তাদের পাঠ দিন সঞ্চয়ের। শেখান এই নিয়মগুলি। যাতে ভবিষ্যতে তারাও মাথা উঁচু করে চলতে পারে সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে। লিখছেন **পার্থপ্রতীম চট্টোপাধ্যায়**

এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে... শিশুদের হাতেই রয়েছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ভার। একটা দেশ ততটাই উন্নত হবে, যতটা সেই দেশের শিশুরা সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশে, সুন্দরভাবে বড় হয়ে উঠবে। দেশের উন্নতি পুরোপুরিভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে অর্পিত। সেই জন্যই বাবা-মা থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সরকারও শিশু মনের বৃদ্ধির প্রতি সংবেদনশীল। শিশুকে দেশ গড়ার কারিগর হতে গেলে দরকার তার সর্বাঙ্গীণ প্রতিভার বিকাশ। চলুন, বিনিয়োগ-জ্ঞানের আলোকে দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে ছোট থেকে তিলে তিলে শিশুকে গড়লে আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পৌঁছে যেতে পারে চাঁদের পাহাড়ের সন্ধানে।

এই লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজন, বিবিধ বিষয়ে ভাল মতো জ্ঞান অর্জন। কিন্তু সব থেকে বেশি দরকার পড়ে আপনার ছোট্ট সোনার মস্তিষ্কের যথাযথ বিকাশ। এই গুণ অর্জনের জন্য সাধারণ কিছু জিনিসের অধ্যাবসায় অবশ্যই প্রয়োজন, যেমন—

১. অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে বিরত থাকা : আপনি নিজে অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার ছোট্ট সোনাকে শেখান, কোনটা প্রয়োজনীয় এবং কোন খরচটা অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন কেস স্টাডির সাহায্য নিন। বাস্তব জীবন থেকে কেস স্টাডি নিয়ে আপনার বাচ্চার উপযুক্ত করে উপস্থিত করতে পারলেই দেখবেন, এই ব্যাপারে আপনার ছোট্ট সোনা অনেক পরিণত হতে পেরেছে।

২. বাজেট নির্ধারণ : আপনার সন্তানের কাছে বাজেট ব্যাপারটার ব্যাখ্যা পরিষ্কার করে জানান। বাজেটের বেড়াজালে আপনার সন্তানের জীবনকে বেঁধে রাখার পদ্ধতি শেখাতে পারলেই দেখবেন সম্পদ সন্ধানের অর্ধেক কাজ পরিপূর্ণ। সাংসারিক বাজেটে আপনার 'লিটিল চ্যাম্প'-এর মতামত নিন এবং তা ভাল হলে অবশ্যই গ্রহণ করুন।

৩. অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ : আপনার সংসার জীবনের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অংশগ্রহণ করান। অনেক বাবা-মার একটা ধারণা থাকে যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাচ্চাদের অংশগ্রহণ একেবারে কাম্য নয়। কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। বাচ্চাকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করান এবং কোনও সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল—তার যুক্তিও সন্তানের কাছে মেলে ধরুন। দেখবেন, খুব তাড়াতাড়ি আপনার সন্তান পরিণত মনের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে।

৪. বিনিয়োগের পাঠ : Charity begins at home, তাই বাচ্চাকে ঘর থেকেই বিনিয়োগের পাঠ দিন। 'পরে ও এমনিই শিখে যাবে'— এই মতামত কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাটে না, তাই ছোট্টবেলা থেকে তার সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলুন। এ ব্যাপারে আপনার প্রথম পদক্ষেপ হবে তাকে পিগি ব্যাঙ্কে টাকা জমানো শেখানো। বিভিন্নভাবে আপনার সন্তানের হাতে যে অর্থ আছে তা নিজের তত্ত্বাবধানে পিগি ব্যাঙ্কে জমা করান এবং একটি লক্ষ্য স্থির করে দিন। এছাড়াও পিগি ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ কীভাবে খরচা করবেন, তার পরিকল্পনাও করুন সন্তানের সঙ্গে। দেখবেন, এর ফলে আপনার সন্তানের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

একটু বড় হলে তার নামে মাইনর অ্যাকাউন্ট খুলে দিন। এবং তাকে বোঝান, সঞ্চিত অর্থ এবার থেকে পিগি ব্যাঙ্কে আর না রেখে সরাসরি আসল ব্যাঙ্কে রাখতে হবে। এর ফলে তার অর্থ বাড়বে, এবং সে আরও বড় পরিকল্পনা করবে। দেখবেন, পরিকল্পনাতে যেন সবসময় খরচ এবং বিনিয়োগের ভারসাম্য বজায় থাকে। এই সময়েই আপনার সন্তানকে সিপ-এর (Systematic Investment Plan) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। প্রয়োজন হলে তার জমানো অর্থের সঙ্গে আপনিও কিছু অর্থ দিয়ে বিভিন্ন চিলড্রেন্স ফান্ডে সিপ করিয়ে দিন এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের পাঠ দিন।

আরও একটু বড় হলে, 'অষ্টম আশ্চর্য' কম্পাউন্ডিং ইন্টারেস্টের বিষয়ে শিক্ষা দিন। যেভাবে আপনার সন্তান বুঝবে সেই ভাবেই তাকে বোঝান। থিওরির একঘেয়েমি অনেক সময় তার মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে, তার থেকে বরং বাস্তব জীবন থেকে উদাহরণ দিন।

৫. পড়ার অভ্যাস : বিনিয়োগের দীর্ঘমেয়াদি দৌড়ে আপনার সন্তানকে সাফল্য অর্জন করাতে হলে অবশ্যই তার পড়ার অভ্যাস তথা রিডিং হ্যাবিটের দিকে জোর দিন। বই পড়া সফল বিনিয়োগ জীবনের অন্যতম প্রধান সোপান। বিভিন্ন সফল বিনিয়োগকারী যেমন ওয়ারেন বাফেট, চার্লি মুঙ্গার— এঁদের বই দিতে পারেন। এঁদের লেখার বিভিন্ন উদ্ধৃতি নিয়ে শিশু মনের উপযোগী করে গল্প দিয়ে সাজানো 'Two Wise Man' বইটি দিতে পারেন। এছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে তাকে বিনিয়োগের শিক্ষা দিতে পারেন।

যাই হোক, যে কোনো পরিস্থিতিতে দেখবেন সমস্ত জিনিসকে আপনার সন্তান সাবলীল ভাবে গ্রহণ করছে কি না। এর সঙ্গে থাকবে আপনার নেতৃত্ব—এই দুইয়ের মেলবন্ধনে আপনার সন্তান ছোট্ট ছোট্ট পায়ে বাধার পাহাড় পেরিয়ে পৌঁছে যাবে সাফল্যের দিকে। সে হয়ে উঠবে বিনিয়োগের ব্যাপারে 'বাবার মতই বড়', কিংবা 'বাবার থেকেও বড়', যা আপনার কাছে চরম কাঙ্খিত।

লেখক লগ্নি পরামর্শদাতা